দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ২০ DEC 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

শিক্ষকতার গৌরবসূর্য অস্তমিত হইবার নহে

শিক্ষা ও শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিষয়ে আমাদের প্রায়শ এত নেতিবাচক খবর শুনিতে হয় যে, বগুড়ার শিক্ষক শাহনাজ পারভীনের অর্জনটি যেন অন্ধকার টানেলের ভিতর একঝলক আলোর ঝলকানি বহন করিয়া আনিয়াছে সকলের জন্য। জানা যায়, একমাত্র বাংলাদেশি শিক্ষক হিসাবে শেরপুর উপজেলা সদর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই সহকারী শিক্ষিকা এই বৎসরের বিশ্ব সেরা শিক্ষক (বেস্ট গ্লোবাল টিচার) পুরস্কারের জন্য মনোনীত ৫০ জনের সংক্ষিপ্ত তালিকায় নিজেকে স্থান করিয়া লইয়াছেন। বলা আবশ্যক যে, ১৭৯টি দেশের ২০ হাজার মনোনীত প্রার্থীর তালিকা হইতে তাহাদের বাছিয়া লওয়া হইয়াছে। চূড়ান্ত বিজয়ীর নাম ঘোষিত হইবে আগামী বৎসরের ১৯-মার্চ। উল্লেখ্য যে, এক মিলিয়ন ডলার মূল্যমানের এই পুরস্কারটির প্রবর্তক সংযুক্ত আরব আমিরাতের ভারকি ফাউন্ডেশন নামক একটি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি গত তিন বৎসর যাবৎ এই পুরস্কার প্রদান করিয়া আসিতেছে। বগুড়ার শাহজাহানপুর উপজেলার প্রত্যন্ত এক গ্রাম দাঁড়িগাছার শিক্ষক-দম্পতির সন্তান শাহনাজের আদর্শ শিক্ষক হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথটি যেমন কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না, তেমনি বিশ্ব পরিসরে তাহার এই অর্জনও কোনো আকস্মিক বিষয় নহে। যোগ্যতম ব্যক্তি হিসাবেই যে শাহনাজ পারভীন এই উচ্চতায় উঠিয়া আসিয়াছেন তাহার অন্যতম প্রমাণ হইল ২০১০ সালে তিনি জেলা পর্যায়ে এবং ২০১৩ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হওয়ার গৌরব অর্জন করিয়াছেন। তাহার ঝুলিতে আছে আরও স্বীকৃতি ও সম্মাননার বর্ণিল পালক।

অভিনন্দন অবশ্যই এই সফল ও গুণী শিক্ষকের প্রাপ্য। তবে তিনি যাহা করিয়া দেখাইয়াছেন তাহার তাৎপর্য নিঃসন্দেহে আরো ব্যাপক, আরো সুদূরপ্রসারী। অনস্বীকার্য যে, চতুষ্পার্শ্বে অবিরত কতিপয় মন্দ শিক্ষকের নানা কুকীর্তির বৃত্তান্ত শুনিতে শুনিতে দেশবাসী ক্লান্ত ও হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। কোথাও শিক্ষক নিজেই ছাত্রছাত্রীদের নকল সরবরাহ করিতেছেন, আবার কোথাও-বা শিক্ষকের হাতেই শ্লীলতাহানির শিকার হইতেছে অপ্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থী। পাশাপাশি প্রশ্নপত্র ফাঁস কিংবা কোচিং বাণিজ্যের নানা অভিযোগ তো আছেই। সব মিলাইয়া অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, এইসব খবরে আজকাল কেহই যেমন খুব একটা বিস্মিত বোধ করেন না, তেমনি ভরসাও স্থাপন করিতে পারেন না শিক্ষকদের উপর। কিন্তু শাহনাজ পারভীন প্রমাণ করিলেন যে, জাতিকে নানাভাবে যাহারা বিব্রত ও পীড়িত করিতেছেন তাহারা শিক্ষকদের অতি নগণ্য অংশ মাত্র। মানুষ গড়ার কারিগর হিসাবে আমাদের মহান শিক্ষকরা ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনামল হইতে যেই অনন্য ভূমিকা পালন করিয়া আসিতেছেন সেই গৌরবসূর্য কখনোই অস্তমিত হইবার নহে। সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারক মহলের কর্তব্য হইল, সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এমন একটি ইতিবাচক আবহ তৈরি করা যাহাতে মন্দরা ঝরিয়া পড়ে আর ভালোরা বিকশিত হইতে পারে পূর্ণ বিভায়।